16

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা: 8 কলাম ... 6 ...

এসএসসি

পাসের হার কম গতবারের চেয়ে

।। রাশেদ আহমেদ ।।

১৯৯৭ সালের তুলনায় '৯৮ সালে ৫টি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার অনেক কমে গেছে। '৯৭ সালে তুলনামূলক কম ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে বেশি আর '৯৮তে বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিলেও পাসের সংখ্যা অনেক কম।

গত বছরের চেয়ে এ বছর অতিরিক্ত ফেল করেছে ৩২ হাজার ৭শ' ৮৭ জন পরীক্ষার্থী। গত বছর ৫টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের গড় হার ছিল শতকরা ৫৩ দশমিক ৮৩। এ বছর শতকরা ৪৬ ভাগ। শুধু তাই নয়, এ বছর ৫টি শিক্ষা বোর্ডের মেধা তালিকায় শীর্ষ ৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থী গত বছরের চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে। গত বছর এই স্থান দখল করেছিল ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থী শামীম আল মামুন ৯৬৬ নম্বর পেয়ে। এ বছর রাজশাহী বোর্ডের চৌধুরী শরিফ হাসান ৯৫৯ নম্বর পেয়ে সেই স্থানটি

পাস ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

এসএসসি ঃ পাসের হার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দখল করেছে।

এ বছর পরীক্ষার ফলাফল গত বছরের চেয়ে খারাপ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বলেছে ঃ নয়া সিলেবাসে পরীক্ষা হওয়া এবং এই ছাত্রছাত্রীদের হাতে নবম শ্রেণীতে দেরি করে পাঠ্যবই পৌঁছানো এর অন্যতম কারণ। নবম শ্রেণীতে এসব ছাত্রছাত্রীর হাতে নতুন সিলেবাসের বই গেছে জুন/জুলাই মাসে, যার ফলে তাদের লেখাপড়া ব্যাহত হয়েছে।

এ বছর ৫টি শিক্ষা বোর্ড সব মিলিয়ে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৮শ' ৬৫ জন পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। ফেলের শতকরা হার ৫৩ দশমিক ৬৬ ভাগ। ৫টি বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছে মোট ৭ লাখ ২২ হাজার ৩শ' ছাত্রছাত্রী। গত বছর ফেলের সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭৮ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৭ লাখ ১৬ হাজার ৮শ' ৬৫ জন। এর মধ্যে ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭শ' ৮৭ জন পাস করেছিল। এ বছর পাস করেছে ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৪শ' ৩৫ জন। গত বছরের চেয়ে এ বছর বেশি ফেল করেছে ৩২ হাজার ৭শ' ৮৭ জন পরীক্ষার্থী।

গত বছরের চেয়ে এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। গত বছর পাসের হার শতকরা ৬১ দশমিক ৩৭ থাকলেও এবার পাসের হার ৩৩ দশমিক ২৩ ভাগ। কুমিল্লা বোর্ডে গত বছর পাসের হার ছিল ৬১ দশমিক ১৮, এ বছর ৫২ দশমিক ৮৭ ভাগ। যশোর বোর্ডে গত বছর ছিল ৪৭ দশমিক ৪৫ ভাগ, এবার ৪৪ দশমিক ৬৩ ভাগ। রাজশাহী বোর্ডে গতবার শতকরা ৪৯ দশমিক ১৬ থাকলেও এবার হয়েছে ৪৮ দশমিক ৩২ ভাগ। তবে এ বছর শুধু ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার বেড়েছে। গতবার ছিল শতকরা ৪৯ দশমিক ৯৭, এ বছর ৫১ দশমিক ১৭ ভাগ।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় মেয়েরা তেমন সুবিধাজনক ফল করতে পারেনি। ৫টি বোর্ডের মোট ১৫টি সম্মিলিত মেধা তালিকার ৩শ'টি স্থানে ৪শ' ৫০ জন পরীক্ষার্থী কৃতিত্ব রেখেছে। এর মধ্যে ১শ' ২৩ জন ছাত্রী অর্থাৎ শতকরা ২৭ শতাংশ কৃতিত্ব রেখেছে। ৫টি বোর্ডে ৩টি বিভাগে মেধা তালিকায় মোট ১৫টি স্থানের মধ্যে মেয়েরা দখল করেছে ৪টি। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ২ জন এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ২ জন।

এ বছর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের সংখ্যা বেশি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের সংখ্যা কম। গত বছর প্রথম বিভাগ পেয়েছিল ১ লাখ ২৮ হাজার ৭শ' ৫৯ জন ছাত্রছাত্রী সেখানে এবার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৫শ' ৭৯ জন। গত বছর দ্বিতীয় বিভাগে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৩শ' ৪২ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১০ হাজার ৬শ' ৮৩ জন উত্তীর্ণ হলেও এ বছর দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার ১শ' ৬২ ও তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ২ হাজার ৬শ' ৯৪ জন পরীক্ষার্থী। তবে ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এ বছরের চেয়ে খারাপ ছিল। ঐ বছর ৫টি বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল শতকরা ৪৩ দশমিক ২৫। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে শতকরা ৪২ দশমিক ২০, যশোর বোর্ডে শতকরা ৪৩ দশমিক ৯৯, কুমিল্লা বোর্ডে ৪৭ দশমিক ০২ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৩৮ দশমিক ৮৬ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে শতকরা ৪৪ দশমিক ২০ ভাগ।